যায়যায়দিন

তারিখ JUN 24 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

পুরনো ঢাকায় উচ্চ শিক্ষার হার কমছে

রোকন রহমান, মামুন হোসেন

এক সময় উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু থাকলেও আজ পুরনো ঢাকায় উচ্চ শিক্ষার হার ক্রমেই কমে আসছে। পুরনো ঢাকার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় গত পাঁচ বছরে বন্ধ হয়ে গেছে শিক্ষার্থীর অভাবে। শুধু সূত্রাপুর থানাতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬০ থেকে কমে ৪৫-এ এসে দাঁড়িয়েছে। পুরনো ঢাকার স্থানীয় বাসিন্দারা সন্তানদের শিক্ষিত করার বদলে উপার্জনক্ষম করে তুলতেই বেশি আগ্রহী। তবে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। ভালো পাত্র পেতে তারা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পিছপা নন।

পুরনো ঢাকার ১০টি প্রাইমারি স্কুল, সাতটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং দুটি কলেজে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ঢাকাইয়া শিশুদের স্কুলে ভর্তির হার ৯৯.৯৯ শতাংশ। কিন্তু উপরের ক্লাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর এ হার কমতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ ক্লাস ফাইভ পাস করার পর অন্তত ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়ালেখা ছেড়ে দেয়। বাকিরা পড়ালেখা চালিয়ে গেলেও এসএসসি পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ একেবারেই কম। বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের হারও একই রকম কম।

এক সময়ের বিখ্যাত সেন্ট গ্রেগোরিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবি পিউরিফিকেশন বলেন, অধিকাংশ অভিভাবকের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ছাত্রদের কোনো টার্গেট থাকে না। ফলে উচ্চ শিক্ষার দিকে ছাত্ররা ঝুঁকছে না। গত ১৫-২০ বছরে মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছাত্র উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। গত বছর আমাদের স্কুল থেকে সাত/আট জন ছাত্র মেডিকালে এবং ছয়/সাত জন বুয়েটে ভর্তি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পুরনো ঢাকার এক বয়স্ক নাগরিক সোলায়মান হাজী জানান, আমাদের বাবা-দাদারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে উন্নতি করেছে বলে আমরা পরের প্রজন্মকে ব্যবসায়ী হতে অনুপ্রাণিত করি। তবে তার এ মতের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন মাওলা বখশ সরদার দাতব্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আজিম বখশ। তার মতে, ইদানীং তরুণদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার মানসিকতা বেড়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি পুরনো ঢাকার একটি স্কুলের ফলাফলকে তুলে ধরেন। কিন্তু এদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কতজন উচ্চ শিক্ষা লাভ করে কিংবা তারা পুরনো ঢাকার বাসিন্দা কি না এ বিষয়ে তিনি কোনো তথ্য দিতে পারেননি। গোয়ালঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুরাইয়া বেগম জানান, 'মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকদের মনোভাব কিছুটা বদলালেও ছেলেদের ক্ষেত্রে আগের মতো রয়ে গেছে। তারা মনে করেন, ক্লাস ফোর-ফাইভ পর্যন্ত পড়ে ছেলেদের কারখানায় বা নিজের ব্যবসায় হাত লাগানোই ভালো।' সুরাইয়ার কথার সঙ্গে মিলে যায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার বিষয়ে মুরগিটোলার আবদুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি। পাঁচ ছেলের কাউকে উচ্চ শিক্ষা না দিলেও মেয়েদের তিনি শিক্ষিত করছেন। তার ছোট মেয়ে পড়ছে ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভে (ইউডা)।

পুরনো ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারি-বেসরকারি)	১০৫
উচ্চ বিদ্যালয়	৫৭
স্কুল অ্যান্ড কলেজ	১০
কলেজ	১৮
বিশ্ববিদ্যালয়	০১
মাদ্রাসা	০৬
মসজিদভিত্তিক মাদ্রাসা	২৭

সূত্র : থানা শিক্ষা অফিস

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ধোলাইখাল, নয়াবাজার, নবাবপুর, বাবুবাজার, ইসলামপুর, সদরঘাট, মিটফোর্ড, চকবাজার, লালবাগ, ইমামগঞ্জ এলাকায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে প্রায় ১৫ হাজার শিশু। এ শিশু শ্রমিকদের বেশির ভাগই আবার পুরনো ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা। এমনই এক শিশু শ্রমিক রুবেল (১৩)। অথচ রুবেলের বাবা মোহাম্মদ সুলতান মিয়ার একটি চারতলা বাড়ি আছে কলতাবাজারের নাসিরউদ্দিন সরদার লেনে। কেন তাকে না পড়িয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন সুলতান মিয়া? তিনি বললেন, 'লেখাপড়া শিখে অন্যের চাকরামি না করে এখন থেকে কাজ শিখলে পরে নিজে একা কিছু করবে, টাকা-পয়সা কামাই করবে, সুখে-শান্তিতে থাকবে।'

সন্তানদের পড়ালেখা করানোর ক্ষেত্রে পুরনো ঢাকার বাসিন্দাদের আর্থিক দীনতার তেমন ভূমিকা নেই। এখানকার অভিভাবকরা মনে করেন, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন উপার্জন আর উপার্জনের জন্য চাই কর্মসংস্থান। কর্মসংস্থানের জন্য রয়েছে তাদের বাব-দাদার গড়ে তোলা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আর যাদের তাও নেই তারাও মনে করেন কাজ চালাতে শুধু যোগ-বিয়োগ কিংবা অল্প-স্বল্প লিখতে-পড়তে জানাই যথেষ্ট।